কোর্টের রায়ে মাথায় হাত

দুর্গাপুজোর জন্য বিভিন্ন ক্লাবকে দেওয়া রাজ্য সরকারের অনুদান কীভাবে খরচ হবে, তা নিয়ে রায় দিল হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের দেওয়া ৫০ হাজার টাকার ৭৫ শতাংশ দর্শনার্থীদের জন্য করোনা প্রতিরোধের উপকরণ যেমন মাস্ক ও স্যানিটাইজার কিনতে হবে। বাকি ২৫ শতাংশ টাকা পুলিশ ও জনতার সমন্বয়ে ব্যবহার করতে হবে। করোনা সংকটে রাজ্য সরকারের অনুদানের ওপর অনেক পুজো উদ্যোক্তাই ভরসা করেছিলেন। ফলে পুজোর কয়েকদিন আগে এই নির্দেশে তাঁরা অনেকেই বিপাকে পড়েছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মতামত শুনল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

তথ্য : সৌরভ দেব, সপ্তর্ষি সরকার, তমালিকা দে। – ছবি : তপন দাস

সচেতনতায় জোর

পুজো নিয়ে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তাতে আমাদের কোনও সমস্যা হবে না। আমরা আমাদের খরচেই এবারে করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছি। মাস্ক ছাড়া যাঁরা পুজো দেখতে আসবেন তাঁদের হাতে মাস্ক তুলে দেওয়া হবে। প্রায় ১০ হাজার মাস্ক বিলি করা হবে। তবে এছাড়া, ভাইরাস প্রতিরোধ করতে স্যানিটাইজার টানেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

– **বাবুল পালচৌধুরী** সম্পাদক, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব

আর ৫ দিন

স্যানিটাইজার টানেল

পুজোয় যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য আমরা বহু আগে থেকেই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে রেখেছি। মণ্ডপে ঢোকার মুখে দুটি স্যানিটাইজার টানেলের ব্যবস্থা থাকছে। কোনওভাবেই যাতে ভিড় না হয়, স্বেচ্ছাসেবকরা সেদিকে লক্ষ রাখবেন। পাশাপাশি, দর্শনার্থীদের হাতে মাস্কও তুলে দেওয়া হবে।

–রনি ঘোষ
সহ সম্পাদক, জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার

যাদের তহবিল নেই তারা বিপাকে পড়বে

সরকারি নির্দেশ মেনেই আমরা কাজ করব। আমরা স্যানিটাইজার এবং মাস্ক রাখছি। তাতে সংশ্লিষ্ট অর্থের বেশিরভাগই খরচ করা হবে। পুজো উপলক্ষ্যে আমরা এলাকার দুঃস্থদের বাড়িতে গিয়ে খাবার এবং বস্ত্র পৌঁছে দিয়ে আসব। এর সব ভাউচার অবশ্যই আমরা সংগ্রহ করছি। তবে বহু পুজো কমিটির এবার প্রধান মূলধন এই অর্থ। বহু ছোট পুজো কমিটি এবার চাঁদা তোলার প্রক্রিয়া বাতিল করেছে। আবার তাদের নিজস্ব কোন তহবিলও নেই। তারা হয়তো সমস্যায় পড়বে।

– **সুনীল রাউত** সম্পাদক, মুনস্টার ক্লাব, ময়নাগুড়ি

মহিলাদের পুজো সমস্যায় পড়বে

আমরা নিজেদের পুজোর বৈঠকে সচেতনতা প্রচার থেকে শুরু করে মাস্ক বিলি এবং স্যানিটাইজার দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই খাতে একটা অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। হাইকোর্টের রায়কে আমরা সম্মান জানাই। কিন্তু যেসব পুজোর বাজেট খুবই কম, যেমন মহিলাদের পরিচালিত পুজো, তারা রাজ্য সরকারের এই অনুদান পাওয়ার পর পুজোর বাজেট কিছুটা হয়তো বাড়িয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হবে বলে মনে হচ্ছে।

–**উত্তম বোস** সম্পাদক, মুহুরিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটি

জাঁকজমক হচ্ছে না

এবারে আমাদের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের পুজো ছিল। কিন্তু জাঁকজমক করে পুজো হচ্ছে না। সদস্যদের খরচেই যতটুকু সম্ভব পুজো করা হচ্ছে। পুজোমণ্ডপ থেকে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিলি করা হবে বলে আমরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সিদ্ধান্ত বহাল থাকছে।

–**চন্দন মিতে** সম্পাদক, নবজীবন সংঘ, ধূপগুড়ি

হেপাটাইটিসের চিকিৎসায় ক্লিনিক

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভাইরাল হেপাটাইটিস রোগীদের চিকিৎসার জন্য বহির্বিভাগ ক্লিনিক চালু হয়েছে। শুক্রবার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রমেন্দ্রনাথ প্রামাণিক এই ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন। আপাতত সপ্তাহে একদিন এই ক্লিনিক খোলা থাকবে। এখান থেকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে এই রোগ নিয়ে সচেতনও করা হবে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এখন প্রতি বুধবার ক্লিনিক খোলা থাকবে। রোগীর সংখ্যা বাড়লে পরবর্তীতে বেশি দিন ক্লিনিক খোলা রাখা হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, দেশে ৬ কোটি মানুষ এই হেপাটাইটিস রোগে সংক্রামিত। প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর এই রোগে মারা যান। জলপাইগুড়ি জেলাতে এই রোগ এখনও সেভাবে থাবা না বসালেও বছরে এক-দুজন এই রোগে মারা যাচ্ছেন। সঠিকভাবে জানা না গেলেও জেলায় হেপাটাইটিস অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা প্রায় ১০০ বলে অনুমান চিকিৎসকদের। জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর বলেন, 'মূলত পাঁচ ধরনের জন্ডিস রয়েছে। তার মধ্যে বি এবং সি সব থেকে বেশি ক্ষতিকারক। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করলে যকৃতের মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। এই ধরনের রোগীদের আরও সচেতন করা এবং তাঁদের নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে এই ক্লিনিক খোলা হয়েছে।'

ফের সচেতন করল প্রশাসন

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : শহরের পুজো উদ্যোক্তাদের ফের একবার করোনাবিধি নিয়ে সচেতন করল প্রশাসন। শুক্রবার জলপাইগুড়ি প্রয়াস হলঘরে সকাল থেকে উদ্যোক্তাদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠকে বসেন সদর মহকুমা শাসক রঞ্জনকুমার দাস। সেখানে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি করোনা আবহে কীভাবে নিয়ম মেনে পুজো করতে হবে সেই বিষয়ে নির্দেশ দেন তিনি। প্রতিটি পুজোমণ্ডপে যাতে উদ্যোক্তারা মাস্ক এবং স্যানিটাইজার রাখেন সেই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কমিটির তরফে পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রাখা এবং কোনওভাবেই যাতে মণ্ডপের সামনে ভিড় না হয় সেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহকুমা শাসক রঞ্জনকুমার দাস বলেন, 'এ বছর পুজো অন্য বছরের তুলনায় একটু আলাদা আবহে হচ্ছে। তাই আমরা উদ্যোক্তাদের বারবার সচেতন করছি। আগে পুজো নিয়ে যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল সেগুলোকেই এদিন আরও একবার উদ্যোক্তাদের জানানো হয়েছে। এছাড়াও উদ্যোক্তাদের তরফে যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তার উত্তর দেওয়ার জন্যই এদিন ফের বৈঠকে বসা হয়েছিল।'

যুবদের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক ইউথ অর্গানাইজেশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে যুব অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। শুক্রবার জলপাই মোড়ে বেকার ও পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ, নারী নিরাপত্তা সহ কয়েক দফা দাবি জানানো হয়। এদিনের অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা ইনচার্জ ধনঞ্জয় রায় ও অন্য সদস্যরা।

সাইকেল বিলি

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : পুরসভা এলাকার বাসিন্দা এমন ৫ জন মৎস্যজীবীকে সাইকেল সহ তাপ নিরোধক স্বাস্থ্যসম্মত বাক্স বিতরণ করা হল। শুক্রবার জলপাইগুড়ি পুরসভার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ড সদস্য নিপু শা, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক (সদর ব্লক) অঙ্কিত শর্মা সহ অন্যরা। নিপু শা বলেন, 'পুরসভা এলাকায় বহু মৎস্যজীবী আছেন যাঁরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মাছ বিক্রি করেন। এই মৎস্যজীবীদের সাহায্য করার জন্যই জেলা মৎস্য দপ্তর এই উদ্যোগ নিয়েছে। মোট ২০ জন মৎস্যজীবীকে সাইকেল এবং ওই বাক্স দেওয়া হবে। তার মধ্যে এদিন পাঁচজনকে দেওয়া হল।'

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রুটের ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বেহাল রাস্তার সংস্কারের দাবিতে বাম-কংগ্রেস নেতারা শুক্রবার উত্তরবঙ্গের পূর্ত বিভাগের মুখ্য বাস্তুকারের দ্বারস্থ হন। জলপাইগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক তথা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা গোবিন্দ রায়, কংগ্রেসের বিকাশ রায়, সিপিএমের রাজীব ভট্টাচার্য এবং আরএসপির পরিতোষ ঘোষের নেতৃত্বে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাঁরা জানিয়েছেন, ওই রুটে বেহাল রাস্তার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।

প্রতিমায় তুলির শেষ টান। ছবি : সান্নিধ্য মালাকার

অবৈধ কলসেন্টারের টাকায় চলছে ক্যাসিনো

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহর থেকে কলসেন্টারের আড়ালে বিদেশে প্রতারণা এবং লেনদেনের প্রমাণ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এবার নতুন সংযোজন বিদেশে ক্যাসিনো। শহরে কলসেন্টারের আড়ালে ফ্রেন্ডশিপ ক্লাব চালিয়ে নেপালে ক্যাসিনো তৈরি করেছে এক ব্যক্তি। অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে। তার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর নামে নেপালে ক্যাসিনো খুলে বর্তমানে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছে সে। তবে শিলিগুড়িতে তার ফ্রেন্ডশিপ ক্লাবের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। অভিযুক্তর ছত্রছায়ায় থেকে তার অবৈধ কলসেন্টার চালাচ্ছে শহরের কিছু যুবক।

৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কলসেন্টারের আড়ালে প্রতারণা নিয়ে ভিনরাজ্যেও মামলা রয়েছে। সেই সূত্র ধরে বছর তিনেক আগে ভিনরাজ্যের পুলিশও তার বাড়িতে এসেছিল। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত এর আগে ওই ওয়ার্ডে কাউন্সিলার নির্বাচনেও একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে অংশ নিয়েছিল। সেই সময় ওই ব্যক্তি জীবনবিমার এজেন্ট ছিল। সেখান থেকে রাজনীতির ময়দানে আসে। কিন্তু রাজনীতিতে তেমন কিছু করতে না পেরে প্রোমোটিংয়ের ব্যবসাও করে।

বর্তমানে সংহতি মোড়ে বাড়ি থাকলেও ঘুগনি মোড়ের কাছে তার একটি ফ্ল্যাটও রয়েছে। কিন্তু শহরে অবৈধ কলসেন্টারের ব্যবসা, নেপালে ক্যাসিনো চালালেও পুলিশ থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নজরেও কেন বিষয়টি আসছে না– তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এনিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি উঠেছে।

সংহতি মোড় সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তির প্রথম বিয়ে শিলিগুড়িতেই। শিলিগুড়ির এক মহিলাকে বিয়ে করে পুরনিগম থেকে ম্যারেজ ব্যুরোর নামে ট্রেড লাইসেন্স নেয়। এরপর সেই ম্যারেজ ব্যুরোর আড়ালে চালু করে ফ্রেন্ডশিপ ক্লাব। শহরজুড়ে এখন তার ১৫টিরও বেশি অবৈধ কলসেন্টার রয়েছে। প্রতি অবৈধ কলসেন্টার থেকে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা উঠছে। সেই টাকা চোরাপথে চলে যাচ্ছে নেপালে। সেখানে ক্যাসিনোর ব্যবসায় লাগিয়ে সেই টাকা সাদা হয়ে চলে আসছে শিলিগুড়িতে। এরপর তা ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে। নেপাল থেকে বসে ব্যবসা দেখভাল করলেও মাঝে মাঝে শিলিগুড়িতে আসে অভিযুক্ত। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ সংবাদে অবৈধ কলসেন্টার নিয়ে লাগাতার সংবাদ প্রকাশিত হতেই দিন তিনেক আগে সে শিলিগুড়িতে ফিরেছিল। শিলিগুড়িতে ফিরেই রাতে নিজের বাড়িতে সাগরেদদের নিয়ে বৈঠকও করে। পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত আপাতত অভিযুক্ত শহরে থাকবে না বলেই জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, শিলিগুড়িতে অভিযুক্তর প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্রধাননগর এলাকায় পাঁচটি অবৈধ কলসেন্টারের দায়িত্বে রয়েছে। শহরের বাকি অবৈধ কলসেন্টারের দায়িত্বে রয়েছে তার ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, ভাস্তা। নেপালে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চালাচ্ছে ক্যাসিনো।

প্রশাসনিক বৈঠক

মালবাজার, ১৬ অক্টোবর : করোনা প্রতিরোধে পুজোর সময় স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা নিয়ে মালের মহকুমা শাসক করণে শুক্রবার প্রশাসনিক বৈঠক হল। মহকুমা শাসক শান্তনু বালা, মাল থানার ওসি শুভাশিস চক্রবর্তী, দমকল বিভাগের আধিকারিক সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। শহরের দুর্গাপুজো কমিটির প্রতিনিধিরা ওই বৈঠকে যোগ দেন। মহকুমা শাসক বলেন, 'পুজো কমিটিগুলোর কাছে পুজোর দিনগুলিতে করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে। এ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা সম্পর্কেও সকলকে জানানো হয়েছে।' মাল শহরের এটিও ক্লাবের পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা মানা সাহা বলেন, 'প্রশাসনিক নির্দেশাবলি আমরা মেনে চলব।'

বেতনের দাবি

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি পুরসভার অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন। এদিন তাঁরা বোনাস ও দৈনিক মজুরি বাড়ানোর দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেন। জলপাইগুড়ি পুরসভায় প্রায় ৪০০ অস্থায়ী সাফাইকর্মী রয়েছেন। এই কর্মীরা পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডের নিকাশিনালা ও জঞ্জাল সাফাই, রাস্তা ঝাড় দেওয়ার কাজ করেন। তাঁদের দৈনিক মজুরি ১৩০ টাকা। তবে গত এপ্রিল মাস থেকে করোনা প্রতিরোধে শহর সাফ রাখতে অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য এই কর্মীদের তিন মাস ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন বিদায়ি পুরপ্রধান। এদিন সাফাইকর্মীদের তরফে সাগর রাউত বলেন, 'আমাদের যে অতিরিক্ত ১ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেটা শুধু এক মাস দেওয়া হয়েছে। তাও সকলে পায়নি। পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য সন্দীপ মাহাতো বলেন, 'পুরসভায় কর্মীদের প্রায় সকলের বোনাস হয়ে গিয়েছে। এরপরও বিক্ষিপ্তভাবে কেউ বোনাসের দাবি জানালে কর্তৃপক্ষ সেটা খতিয়ে দেখবে।'

ভাঙা রাস্তা দিয়েই এবার পুজো দেখা

দিব্যেন্দু সিনহা

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : ভাঙা রাস্তা দিয়েই পুজো দেখতে যেতে হবে জলপাইগুড়িবাসীকে। তৃতীয়ার আগে শহরের বেহাল রাস্তাগুলির সংস্কার করে দেওয়া হবে বলা হলেও পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের তরফে এখনও রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অনেকের অভিযোগ। আগামী বুধবার থেকে পুজো শুরু হচ্ছে। এদিকে, শনিবার হয়েই পুরসভায় পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে। সুতরাং, আর কবেই বা পুরসভা এলাকার বেহাল রাস্তা সংস্কার করা হবে সেই প্রশ্নই এখন জনমানসে।

পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য সন্দীপ মাহাতো দাবি করেছেন, আগামী রবিবার থেকে বেশ কিছু রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হচ্ছে। এছাড়াও আগামী মাসের ১ তারিখ শহরের ৪০টি রাস্তা তৈরি করার কাজের টেন্ডার করা হবে। জলপাইগুড়ি শহরের ২৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে অধিকাংশ ওয়ার্ডেই রাস্তার বেহাল অবস্থা। বড় পোস্ট অফিস মোড়ের সামনের রাস্তা, গৌড়ীয় মঠের পাশ দিয়ে কোভিড হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তা, তরুণ দল ক্লাব থেকে বয়েল খানা বাজারের রাস্তা, এমনকি পুরসভার সামনের রাস্তারও বেহাল অবস্থা। এছাড়াও পরেশ মিত্র কলোনির রাস্তা, সরকারি হাউজিংয়ের রাস্তা, মহামায়াপাড়া, ঘোষপাড়া, পান্ডাপাড়া, জয় লেন সহ ১ নম্বর, ২ নম্বর, ৩ নম্বর, ২০ নম্বর, ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় সমস্ত রাস্তা খারাপ বলেও দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দা পরীক্ষিৎ ঘোষ বলেন, 'রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। বহুবার পুরসভায় জানিয়েছি। কাজের কাজ কিছু হয়নি।'

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ি কাউন্সিলার তথা জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি অম্লান মুন্সি বলেন, 'তৃতীয়ার আগেই সমস্ত কিছু ঠিক করা সহ বেহাল রাস্তাও সংস্কার হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এখনও কিছু করা হয়নি। কাল থেকে পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে। নাগরিক পরিষেবায় এই বোর্ডের প্রশাসনিক ব্যর্থতার ছবি আরও একবার সামনে এল।'

ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : করোনার অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হল স্বাস্থ্যকর্মীদের। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি শহরের পি সি শর্মা মোড় এলাকায়। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, স্বাস্থ্য দপ্তর যেভাবে পুজোর বাজারে অ্যান্টিজেন টেস্ট করছে তাতে ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। এদিন পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। করোনা টেস্টের জলপাইগুড়ি জেলার নোডাল অফিসার চিকিৎসক চঞ্চল ভুঁইয়া বলেন, 'এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ইদানীং অনেক লোকজন মাস্ক না পরেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছেন। আমরা তাঁদের চিহ্নিত করে এ বিষয়ে সচেতন করার পাশপাশি তাঁদের লালার নমুনা পরীক্ষা করাচ্ছি। আমরা চাইব, এই বিষয়ে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সকল স্তরের মানুষ সহযোগিতা করুন। না হলে আগামীদিনে সমস্যা বাড়তে পারে।' মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অঞ্জন সরকার বলেন, 'যেভাবে স্বাস্থ্য দপ্তর করোনার টেস্ট করছে তাতে ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে।'

মিছিল ও পথসভা

ধূপগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : হাথরস কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা করল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ধূপগুড়ি টাউন ও গ্রামীণ ব্লক কমিটি। ধূপগুড়ি ডাকবাংলো ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে চৌপথি মোড়ে শেষ হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মিতালি রায়, পুরপ্রধান ভারতী বর্মন, জেলা পরিষদ সদস্যা মমতা সরকার বৈদ্য, মহিলা নেত্রী অর্চনা সূত্রধর প্রমুখ। তবে তৃণমূলের মিছিলকে কটাক্ষ করে বিজেপির টাউন মণ্ডলের নেত্রী রেশমা সেন বলেন, যেদিন ধূপগুড়ির হিমানী বর্মন ধর্ষিতা হয়ে খুন হয়েছিলেন সেদিন ওনারা কোথায় ছিলেন? ক'দিন আগে পুর এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নবম শ্রেণির ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হল, সেদিনই বা ওনারা কোথায় ছিলেন? এই রাজ্যের নারীদের সম্মান ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ওনারা নিজেদের নেত্রীর ওপর চাপ দিক।

নদীতে গার্ডওয়াল নিয়ে পুরনিগমের তদন্ত শুরু

ফুলেশ্বরী নদীর বেহাল অবস্থা দেখছেন পরিবেশকর্মীরা। – সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী নদীর গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে গার্ডওয়াল দেওয়ার খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই পুরো ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেয় পুরনিগমের পূর্ত বিভাগ। তদন্তে নেমে পুরনিগমের বাস্তুকাররা পুরো বিষয়টি দেখে বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য মুন্সি নুরুল ইসলামকে রিপোর্ট দেন। সূত্রের খবর, নদীর মাঝ দিয়ে গার্ডওয়াল তৈরি হওয়ায় পুরনিগম ক্ষুব্ধ। কার বা কাদের মদতে এই কাজ শুরু হয়েছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিকে, পুরো বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ শহরের পরিবেশপ্রেমীরা শুক্রবার ফুলেশ্বরী নদীর ধারে গিয়ে কীভাবে গার্ডওয়াল দেওয়া হয়েছে তা সরেজমিনে দেখে শনিবার পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবকে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ফুলেশ্বরী নদীর ধারে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বসতি গড়ে উঠলেও প্রশাসন নির্বিকার। এর মধ্যে আবার নদীর প্রায় মাঝখানে বোল্ডার ফেলে সেখানে গার্ডওয়াল দেওয়ার কাজ শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। কেন এভাবে নদীর গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে নদীকে রীতিমতো নালায় পরিণত করছে পুরনিগম? সিপিএমের দখলে থাকা ওই ওয়ার্ডে কেন স্থানীয় নেতারা এর প্রতিবাদ করলেন না? পুরনিগম সূত্রে খবর, এই ঘটনায় স্থানীয় কিছু লোকের যোগসাজশের অভিযোগ উঠেছে। যার মধ্যে অনেকে আবার স্থানীয় পর্যায়ে বেশ প্রভাবশালী। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, প্রভাবশালী লোকদের কথা শুনে ঠিকাদাররা ওই কাজ করছেন কেন? বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। যেভাবে একটা নদীর গতিপথে বোল্ডার ফেলে নদী প্রবাহতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে তা যে কতটা অন্যায় কাজ হচ্ছে, সেটা বুঝতে পেরে পুরনিগমের তরফে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। পুরনিগমের বাস্তুকাররা এলাকা দেখে এসে পুরনিগমে রিপোর্ট দিয়েছেন। মুন্সি নুরুল ইসলাম বলেন, 'নদী দখল করে কোনও কিছুই বরদাস্ত করা হবে না। বাস্তুকারদের এই ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে বলা হয়েছে সেখানে গিয়ে সরেজমিনে দেখে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য।'

এদিকে, এদিন বিকেলে পরিবেশপ্রেমী অভয়া বসুর নেতৃত্বে শিলিগুড়ির কিছু মানুষ ওই এলাকায় গিয়ে বিষয়টি দেখেন। অভয়া বসু বলেন, 'এভাবে নদী চুরি কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না। যেভাবে নদীকে একপ্রকার নালায় পরিণত করা হচ্ছে তাতে আমরা হতবাক। পুরো বিষয়টি পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবকে লিখিতভাবে জানানোর পাশাপাশি পুরনিগমকে চিঠি দিয়ে জানাব।'